এনসিপির নেতাকর্মীরা অবরুদ্ধ, গাড়িবহরে হামলা, রণক্ষেত্র গোপালগঞ্জ



সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রঘোষিত কর্মসূচি "জুলাই পদযাত্রা" উপলক্ষে গোপালগঞ্জে আয়োজিত সমাবেশে হামলা, ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে মঞ্চে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এনসিপির নেতারা বর্তমানে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন।

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আয়োজিত "জুলাই পদযাত্রা" কেন্দ্র করে পরিস্থিতি চরম উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো অবরোধ করে রাখে ছাত্রলীগ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা। এনসিপির সমাবেশে বাধা দিতে গিয়ে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে, যা পরে সহিংসতায় রূপ নেয়।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর-দুর্গাপুর সড়কে পুলিশের একটি গাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে অন্তত তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে গান্ধিয়াশুর ও কংশুর এলাকায় ইউএনও রাকিবুল হাসানের গাড়িবহরেও হামলার ঘটনা ঘটে, যেখানে চালক আহত হন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, যাদের মধ্যে ছিলেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম ও ডা. তাসনিম জারা, তারা সকাল থেকে গোপালগঞ্জ পৌর পার্কে পূর্বঘোষিত সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন ছাত্রলীগের কর্মীরা স্লোগান দিতে দিতে সমাবেশস্থলে প্রবেশ করে। সাউন্ড সিস্টেম, মাইক ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়, এবং একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

হামলার পর পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক হয়ে ওঠে যে, এনসিপির নেতাকর্মীরা নিরাপত্তার স্বার্থে গোপালগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আশ্রয় নেন। বর্তমানে তারা সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন এবং বাইরে জড়ো হওয়া ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের মুখোমুখি হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন।

এনসিপি দাবি করেছে, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং মতপ্রকাশের অধিকার দমন করার একটি উদাহরণ।